দৈনিক বাংলা

তারিখ 2-3 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন এবং সাক্ষরতা ও শিক্ষা বিস্তার

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা তথা এদেশের বারো কোটি মানুষের বৃহত্তম অংশের প্রাণের ভাষা ও মুখের বুলি বাংলার ব্যাপক প্রচলন অর্থাৎ সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের অর্থ হলো, এই ভাষাকে শিক্ষার বাহন ও মাধ্যম করে তোলা, অফিস-আদালতসহ সর্বক্ষেত্রে কার্যপরিচালনায় বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষাকে জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। এজন্যে প্রয়োজন সর্বপ্রথমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাক্ষরতা ও শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার। কেননা, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের অর্থ শুধু মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলাই নয়, এই ভাষায় লেখাপড়ার এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে—বিশেষত জীবন-জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জনও। আমাদের দেশের মানুষ শুধু তাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথাই বলেনা, তারা চিন্তা-ভাবনা এবং স্বপ্ন-কল্পনাও করে বাংলা ভাষায়ই। কেননা, মাতৃভাষাই মানুষের কথা বলার ও স্বপ্ন-কল্পনার মাধ্যম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যাপক নিরক্ষরতার কারণে এবং শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকার দরুন, আমাদের দেশের বৃহত্তম সংখ্যক লোক লিখতে-পড়তে অক্ষম, তাদের শতকরা পঁয়তাল্লিশজনেরই বাংলা অক্ষর-জ্ঞানও নেই। অন্য ভাষা পড়তে ও লিখতে জানা তো দূরের কথা। সুতরাং আমাদের দেশে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সাক্ষরতা ও শিক্ষার বিস্তার। এবারের অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সেমিনারে, আলোচনা সভায় এবং সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধে এসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বস্তুত, ভাষা-আন্দোলন ও অমর একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তার আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বর্তমানে ক্ষমতাসীন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ন্যস্ত। বর্তমান সরকার ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা ও একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচলনের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ সাধন ও উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যবিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এসব লক্ষ্য অর্জন আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচলন, বাংলা ভাষাকে আমাদের শিক্ষার বাহন তথা মাধ্যম করে তোলা এবং জীবন-জীবিকার উপায় হিসাবেও বাংলা ভাষার ব্যবহারের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বাস্তব কারণেই সরকার বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশের ওপর জোর দিয়েছেন। অমর একুশে উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁদের বাণীতে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষিত মানুষের হার বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দেশের বারো কোটি মানুষকে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলা গেলে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর ব্যবহারের পথ যেমন প্রশস্ত হবে, তেমনি দেশের জনশক্তি ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যবিমোচনের পথও হবে প্রশস্ততর। কেননা, জনসংখ্যা ও জনশক্তির বৃহত্তম অংশ নিরক্ষর ও শিক্ষাবঞ্চিত থাকলে এবং তাদের মেধা, প্রতিভা ও কর্মশক্তি কাজে লাগানো না গেলে, দেশের উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সুদূরপরাহত। এ সত্য তো জনস্বীকার্য যে, সাক্ষরতা ও শিক্ষার হার যে দেশে যত বেশী, সে দেশই তত বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধ। দেশের সব মানুষকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব না হলেও, প্রত্যেককে নিদেনপক্ষে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে, আর সে শিক্ষা হোক—প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কিংবা অন্য যে কোন স্তর বা পর্যায়ের শিক্ষা। তবে শিক্ষা যে পর্যায়ের, যে স্তরের কিংবা ধরনেরই হোক না কেন, সব ধরনের শিক্ষার যে ভিত্তি তা গড়ে তুলতে হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এখনও উচ্চশিক্ষার—বিশেষত জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন ও কারিগরি, প্রকৌশল ও অন্যান্য শিক্ষার পুরোপুরি মাধ্যম বা বাহন না হলেও, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবলম্বন বা বাহন অবশ্যই। আর নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সাক্ষরতা বিস্তারের প্রধান বাহন বা অবলম্বনও বাংলা ভাষা। অক্ষর জ্ঞানদান ও সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারেও যথার্থ ও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হলে, তা বাংলায় উচ্চ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে এবং বাংলা ভাষা অফিস-আদালতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের কাজেও সহায়ক হবে। অফিস-আদালতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুস্পষ্ট বিধান এবং নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, এই লক্ষ্য যে গত একুশ বছরেও প্রত্যাশিতরূপে অর্জিত হয়নি, এর প্রধানতম কারণ বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা না পাওয়া এবং বাংলায় লেখালেখির অভ্যাসের অভাব। এছাড়াও, বাংলা-মনস্কতার অভাব এবং ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভের প্রভাব তো আছেই। বলাবাহুল্য, মাতৃভাষায় কথা বলা ও মনোভাব প্রকাশ করা যত সহজ, পড়া ও লেখা তত সহজ নয়। পড়া ও লেখার ক্ষমতা অর্জন করতে হলেও, পরিশ্রমে এবং অভ্যাসের মাধ্যমেই তা করতে হবে।

আমরা পরিশ্রমবিমুখ বলেই, মাতৃভাষা বাংলা এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষাও আয়ত্তে আনতে সহজে শ্রম করতে চাইনা। সর্বস্তরে এবং অফিস-আদালতের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য যেটুকু শ্রম করা দরকার, তা দিতেও অধিকাংশ লোকই পরানুখ। বাস্তব কারণেই, যারা ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন, তারা পুরনো অভ্যাসবশত অফিস-আদালতের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের কাজও—অর্থাৎ নথিপত্র ইত্যাদি লেখার ব্যাপারেও ইংরেজী ব্যবহারেই আগ্রহবোধ করেন। ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে সবার তেমন দক্ষতা থাক আর নাই থাক। বর্তমানে অফিস-আদালতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হলেও এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাধ্যমিক স্তরে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচলন সত্ত্বেও, এমন একটা অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, প্রয়োজনীয় পরিভাষার অভাবে অফিস-আদালতে যেমন সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার সম্ভব হচ্ছেনা, তেমনি বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের ও পরিভাষার অভাবে, উচ্চশিক্ষা লাভের পথেও অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে আছে।

এই বাস্তব অবস্থাটা একেবারে অস্বীকার করা যাবেনা। তবে এ কথাও তো সত্য যে, আমাদের দেশে গত প্রায় অর্ধশতকের পরিসরে বাংলায় অনেক পরিভাষা তৈরী হয়েছে এবং উচ্চশিক্ষার-বিশেষত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বইও রচিত ও অনূদিত হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রণীত ও প্রকাশিত অনেক পরিভাষা কোষ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের বই—উচ্চশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক এবং বিদেশ থেকে আমদানী করা বই-পত্রও বাজারে দুর্লভ নয়। এসব কারণেই এবং অনেকটা বাধ্যবাধকতার দরুনও—যত সীমিতই হোক না কেন, অফিস-আদালতের কাজে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের কাজেও বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, উচ্চশিক্ষাও প্রদান করা হচ্ছে বাংলায়। বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহারের এবং সর্বস্তরে এ ভাষার প্রচলনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিভাষার এবং উচ্চ শিক্ষার জন্যে বাংলায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যবইয়ের অবশ্যকর্তা অবশ্যই আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো বাংলা শেখার, বাংলায় লেখার এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মানসিকতা আর দৃঢ়সংকল্প। মনে রাখতে হবে, পরিভাষা কখনও ভাষা নয়, ভাষা শেখা ও লেখার অবলম্বন মাত্র।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই ভাষায়ই আমরা কথা বলি, ভাবনা-চিন্তা ও কল্পনা করি, এমনকি স্বপ্নও দেখি। আমরা যখন ইংরেজী কিংবা অন্য কোন বিদেশী ভাষা পড়ি বা তাতে লেখালেখি করি, তখনও মনে মনে বাংলা ভাষায়ই তা অনুবাদ করে নিই অথবা বাংলা ভাষা থেকেই তা রূপান্তর করে থাকি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও একই কথা। আমাদের শিক্ষক-অধ্যাপক, জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা যখন ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দেন, তখনও তারা একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ইংরেজী বা অন্য ভাষায় অধিগত জ্ঞান যখন তারা মাতৃভাষা বাংলায় তুলে ধরেন, তখন পরিভাষার অভাব তাদের জন্যে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। পরিভাষার অভাব যে অলংঘনীয় কোন বাধা নয়, প্রতিদিন প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র এবং তাতে প্রকাশিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদি থেকে শুরু করে যাবতীয় কারিগরি, প্রকৌশল ও অন্যান্য বিষয়ক সংবাদ, প্রতিবেদন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকেই তা স্পষ্ট। ইংরেজী থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলায় অনুবাদ করে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলী এবং জ্ঞান-গুণী ব্যক্তিরা উচ্চশিক্ষার ক্লাশে বাংলায় কিংবা ইংরেজী ও বাংলায় মিশিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং অন্যান্য বিষয়েও তাৎক্ষণিকভাবে যে বক্তৃতা বা নোট দেন, তা লিপিবদ্ধ করেও পরিভাষা এবং পাঠ্যপুস্তকের অভাব মেটানো যেতে পারে। এজন্য দরকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সদিচ্ছা, উদ্যোগ ও শ্রম। বাংলা ভাষা দক্ষতার সঙ্গে বলতে ও লিখতে না শিখলে অর্থাৎ পরিশ্রমে অভ্যাস গড়ে না তুললে, পরিভাষার ভান্ডার সামনে তুলে দিলেও বাংলা পড়া, লেখা ও দক্ষতার সাথে বলা সম্ভব হবে না। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলেই আমরা বাংলায় অবলীলায় লিখতে বা বলতে পারবো, এমন নয়।

আসলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন এবং বাংলায় সর্বস্তরে শিক্ষাদানের জন্য সদিচ্ছা, উদ্যোগ এবং শ্রমই সবচেয়ে জরুরী। সাক্ষরতা বলি আর শিক্ষাই বলি, উদ্যোগ ও শ্রম ছাড়া এর কোনটিরই বিস্তার ঘটানো এবং তা অর্জন করা সম্ভব নয়। দেশের উন্নয়ন, দারিদ্র্য-বিমোচন এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্যেও চাই উদ্যোগ, শ্রম ও প্রচেষ্টা। মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা লাভ এবং জ্ঞানার্জন ছাড়াও, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করতে হলেও, কঠিন পরিশ্রমেই তা অর্জন করতে হবে। বিদেশে চাকরির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও ভাগ্য ফেরাতে হলে এর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা আদৌ পড়তে-লিখতে শিখবোনা, ইংরেজী কিংবা অন্যভাষা শিখবো, তাতেই লেখাপড়া করবো, এমনটি বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।

আর একথা অনস্বীকার্য যে, মাতৃভাষায় যার জ্ঞান ও দক্ষতা আছে, নিজ ভাষা যার অধিগত, অন্য ভাষাও সে অপেক্ষাকৃত সহজেই শিখতে এবং অধিগত করতে পারে। সুতরাং, আমাদের সবার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হলো বাংলায় লেখাপড়া করা, বাংলা ভাষা আয়ত্তে আনা, এই ভাষায় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং সহজে লেখার শক্তি অধিগত করা। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ব্যাপক নিরক্ষরতার দরুণ এবং শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে এদেশের জনগণ যেমন দারিদ্র্যপীড়িত, তেমনি তারা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার অনেক ঐশ্বর্য, বাংলায় রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ও বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। এছাড়াও, ব্যাপক নিরক্ষরতার দরুন এবং শিক্ষার অভাবেই বিদেশী সাহিত্য কিংবা বাংলা ভাষায় অনূদিত সেই সাহিত্যপাঠের সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত। অথচ জীবনকে উন্নত, সমৃদ্ধ এবং আনন্দময় করে তোলার জন্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে এবং এর চিন্তা ও রস-সম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় দরকার। আর এটা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের মাধ্যমেই সম্ভব।

—নাগরিক